TRANSLATION DEPARTMENT
(DAWAT-E-ISLAMI)

সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৭৯
WEEKLY BOOKLET:479

নামাযীর সামনে দিয়ে যাতায়াতের মাসায়েল

- নামাযীর সামনে দিয়ে যাতায়াত কেন নিষেধ? ০৭
- নামাযীর দিকে মুখ করা কেমন? ১০
- সুতরা কাকে বলে? ১২
- সুতরা রাখার সঠিক পদ্ধতি ২১

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

নামাযীর সামনে দিয়ে যাতায়াতের মাসায়েল

দোয়ায়ে আত্তার: ইয়া আল্লাহ পাক! যে কেউ রিসালা "নামাযীর সামনে দিয়ে যাতায়াতের মাসায়েল" পড়বে বা শুনবে, তাকে এবং তার বংশধরদের পাক্কা নামাযী ও সত্যিকার আশেকে রাসূল বানিয়ে দাও এবং মা-বাবাসহ তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযিলত

আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী, মাক্কী-মাদানী মুহাম্মদে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নামায শেষ করার পর হামদ-সানা এবং দরুদ শরীফ পাঠকারীকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন: তোমরা দোয়া করো! তা কবুল করা হবে; প্রার্থনা করো! প্রদান করা হবে।"

(নাসায়ী, পৃষ্ঠা: ২২০, হাদিস: ১২৮১, সংক্ষেপিত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমলের অট্টালিকা ধসিয়ে দিয়েছো

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবু দরদা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ (নামায চলাকালীন) তাঁর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী এক ব্যক্তিকে (নামায শেষে) জিজ্ঞেস করলেন: তোমাকে এই কাজ করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করল? সে আরয করল: আমি কী করেছি? (সম্ভবত নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়ার গুনাহ সম্পর্কে তার জানা ছিল না)। হযরত আবু দরদা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ ইরশাদ করলেন: তুমি

www.dawateislami.net

তোমার ভাইয়ের নামাযের সামনে দিয়ে গিয়েছো এবং তুমি নিজের এক বা দুই বছরের আমলের অট্টালিকা ধসিয়ে দিয়েছো। (তারিখে ইবনে আসাকির, ৩৫/৩৫৫)

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নামাযীর সামনে দিয়ে 'সুতরা' (অর্থাৎ কোনো প্রকার বাধা বা আড়াল) ব্যতীত যাতায়াত করা বিশেষ কিছু ক্ষেত্র ব্যতীত অত্যন্ত গুনাহের কাজ। আফসোস! বর্তমানে এই বিষয়ে চরম অবহেলা লক্ষ্য করা যায়। কিছু বুদ্ধিমান হিসেবে পরিচিত ব্যক্তিও এই গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়েন। জামাতে নামায পড়ার পর কিছু অবুঝ লোক দ্রুত বের হওয়ার জন্য জামাতের সাথে দোয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ এবং দোয়া কবুলের এই মুহূর্তটি ত্যাগ করে অবলীলায় বাকি নামায আদায়কারীদের সামনে দিয়ে চলে যান। কেউ কেউ আড়চোখে দেখে মনকে সান্ত্বনা দেন যে, আমি তো একদম সামনে দিয়ে যাচ্ছি না; অথচ অনেক সময় সেটি নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়ারই সুরত হয়ে থাকে। নামাযীর সামনে দিয়ে যাতায়াত করা কত বড় ভয়ংকর গুনাহ আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, মাক্কী-মাদানী মুহাম্মদ আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর এই বাণীগুলো থেকে তার অনুমান করুন:

নামাযীর সামনে দিয়ে যাতায়াত সম্পর্কে ৫টি নববী বাণী:

১. যদি নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী জানত যে, এতে কী পরিমাণ গুনাহ রয়েছে, তবে তার সামনে দিয়ে যাওয়ার চেয়ে চল্লিশ (বছর) দাঁড়িয়ে থাকা তার জন্য উত্তম হতো। (বুখারি, ১/১৮৯, হাদিস: ৫১০, সংক্ষেপিত)

২. জেনেশুনে নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়ার চেয়ে এটি উত্তম যে, মানুষ ছাই হয়ে যাক এবং বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে বেড়াক।

(আত-তামহীদ লি ইবনি আবদিল বির, ৮/৪৭৮, হাদিস: ৫৯৬-এর অধীনে)

www.dawateislami.net

৩. যদি কেউ জানত যে, নিজের ভাইয়ের নামাযের সামনে আড়াল হয়ে যাতায়াত করাতে কী (শাস্তি) আছে, তবে সে এক কদম চলার চেয়ে ১০০ বছর দাঁড়িয়ে থাকাকেই শ্রেয় মনে করত।

(ইবনে মাজাহ, ১/৫০৬, হাদিস: ৯৪৬)

৪. নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি জেনেশুনে কোনো নামায আদায়কারীর সামনে দিয়ে যায়, কিয়ামতের দিন সে আকাঙ্ক্ষা করবে যে, হায়! আমি যদি কোনো শুকনো গাছ হতাম। (মুজাম-এ-কবীর, ১৪/১০৬, হাদিস: ১৪৭২৪)

৫. যদি নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী জানত যে, এতে কী পরিমাণ গুনাহ রয়েছে, তবে সে তার উরু ভেঙে যাওয়াকেও সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে উত্তম মনে করত।

(মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, ২/৫৩৭, হাদিস: ২৯২৮)

হে আল্লাহ পাক! আমাদের নামাযীর সামনে দিয়ে যাতায়াত করা এবং সব ধরণের গুনাহ থেকে সর্বদা হেফাযত করো।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী শয়তান

নামায আদায়কারীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان প্রমুখের বাণীসমূহও পাঠ করুন। মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ইরশাদ করেছেন: নামাযের সময় যে তোমার সামনে দিয়ে যায় তাকে ছেড়ে দিও না, কারণ তার সাথে শয়তান থাকে। (মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, ২/১৪, হাদিস: ২৩৪৮)

www.dawateislami.net

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন যে, হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নির্দেশ দিয়েছেন, যখন তোমাদের কেউ এমন কোনো কিছুর দিকে মুখ করে নামায পড়ে যা তাকে লোকজনের যাতায়াত থেকে আড়াল করে, এরপরও যদি কেউ তার সামনে দিয়ে যেতে চায় তবে সে যেন তাকে বাধা দেয়। যদি সে না মানে তবে তার সাথে মোকাবিলা (দৃঢ়ভাবে বাধা প্রদান) করবে; কারণ সে হলো শয়তান।

(বুখারি, ১/১৮৯, হাদিস: ৫০৯)

বুখারি শরীফের ব্যাখ্যাকারী হযরত আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় লেখেন: "এই হাদিসের মর্ম হলো শয়তান ওই ব্যক্তিকে নামাযীর সামনে দিয়ে যেতে প্ররোচিত করে। আবার এটিও সম্ভব যে, অতিক্রমকারী ব্যক্তিটিকেই শয়তান বলা হয়েছে; কারণ শয়তান জিনদের মধ্যেও থাকে আবার মানুষের মধ্যেও থাকে। আর প্রতিটি উদ্ধত ও নাফরমান মানুষকে শয়তান বলা সাধারণ বিষয়।"

(উমদাতুল কারী, ৩/৫৯০, হাদিস: ৫০৯-এর অধীনে)

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শরফুদ্দীন নববী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ হাদিসে পাকের অংশ **"সে যেন তাকে বাধা দেয়"** সম্পর্কে বলেন যে, এটি মুস্তাহাব। অতিক্রমকারীকে সরিয়ে দিতে বা নিজে নামাযে আছেন তা বোঝাতে তসবীহ পড়বে অথবা ইশারা করবে। নামাযরত অবস্থায় কখনোই লড়াই করবে না, কারণ এতে নামায ভেঙে যাওয়ার ভয় থাকে। হাদিসে পাকে যে বলা হয়েছে "না মানলে মোকাবিলা করবে" তা মূলত বিষয়টির গুরুত্ব বোঝাতে অতিরঞ্জিতভাবে বলা হয়েছে (এর অর্থ এই নয় যে, বাস্তবেই মারামারি করবে)।

(শারহে মুসলিম লিন-নববী, ৪/২২৩, সংগৃহীত; নুযহাতুল কারী ২/১৯৫ থেকে সংগৃহীত)

www.dawateislami.net

নামাযীর সামনে সুতরা নেই এবং কেউ অতিক্রম করতে চাচ্ছে অথবা সুতরা আছে কিন্তু ওই ব্যক্তি নামাযী ও সুতরার মাঝখান দিয়ে যেতে চাচ্ছে এমতাবস্থায় নামাযীর জন্য অনুমতি রয়েছে যে, তাকে বাধা দেবে; চাইলে তসবীহ (সুবহানাল্লাহ) বলে অথবা উচ্চস্বরে কিরাত পড়ে (এক-দুইটি কালিমার অনুমতি আছে) অথবা হাত, মাথা বা চোখের ইশারায় নিষেধ করবে। এর চেয়ে বেশি কিছুর অনুমতি নেই; যেমন কাপড় ধরে হেঁচকা টান দেওয়া বা মারা বরং যদি 'আমলে কাসীর' (অধিক নড়াচড়া) হয়ে যায় তবে নামায ভেঙে যাবে। (রদ্দুল মুহতার, ২/৪৮৬) বিনা প্রয়োজনে তসবীহ এবং ইশারা উভয়টি করা মাকরূহ।

(বাহারে-শরীয়ত, ১/৬১৭, অংশ: ৩, সংক্ষেপিত)

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: দ্বীনি কাজে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী চরম অপরাধী; অতএব যারা মসজিদের পাশে শোরগোল করে বা রেডিওতে গান বাজায়, তাদের এখান থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত যে, নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী (যদি) কেবল নামাযীর মনোযোগ নষ্ট করার কারণে অপরাধী হয়, (তবে অন্যদের অবস্থা কী হবে)!

(মিরআতুল মানাজিহ, ২/৫)

জমিনে ধসে যাওয়া ভালো তবুও...

(তাবেয়ী বুযুর্গ) হযরত কা'বুল-আহবার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী যদি জানত যে, এতে কত গুনাহ, তবে সে যাতায়াতের চেয়ে জমিনে ধসে যাওয়াকে উত্তম মনে করত।

(মুয়াত্তা ইমাম মালিক, ১/১৫৩, হাদিস: ৩৭১)

মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই সমস্ত সতর্কবাণী (নামাযীর) সামনে দিয়ে যাতায়াত রোধ করার জন্য। যদি এর

www.dawateislami.net

আযাব সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা থাকত, তবে প্রতিটি ব্যক্তি চাইত যে, জমিন ফেটে যাক আর আমি তাতে ঢুকে যাই, তবুও যেন নামাযীর সামনে দিয়ে না যাই। এখানে যাতায়াতের কেবল সেই রূপটিই উদ্দেশ্য যা নাজায়েয; যেসব ক্ষেত্রে শরীয়ত যাতায়াতের অনুমতি দিয়েছে তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

(মিরআতুল মানাজিহ, ২/১০, সংগৃহীত)

ہر گُنہ سے بچا مجھ کو مولیٰ　　نیک خَصلت بنا مجھ کو مولیٰ
تجھ کو رَمَضان کا واسطہ ہے　　یا خدا تجھ سے میری دُعا ہے

হর গুনাহ সে বাঁচা মুঝ কো মাওলা　নেক খাসলাত বানা মুঝ কো মাওলা
তুঝ কো রমজান কা ওয়াস্তা হ্যায়　ইয়া খোদা তুঝ সে মেরি দুয়া হ্যায়

(ওয়াসায়েলে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ১৩৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জামাত শেষ হওয়া মাত্রই যারা দ্রুত পেছনে যেতে চান তারা লক্ষ্য করুন

প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মসজিদে এমন দৃশ্য দেখা যায় যে, জামাতের সালাম ফেরানোর পরপরই বিপুল সংখ্যক নামাযী পেছনে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ান। রাস্তা না থাকা বা সংকীর্ণ হওয়ার কারণে অবশিষ্ট নামায আদায়কারীরা দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। নামাযে একাগ্রতা আসা তো দূরের কথা, নামায পূর্ণ করাই কঠিন হয়ে পড়ে; এমনকি অনেক সময় এমন ভিড়ের মাঝে নামাযীদের ধাক্কাও লাগে। তাই পেছনে গমনেচ্ছুকদের প্রতি বিনীত অনুরোধ; ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে নিজ স্থানেই বাকি নামাযটুকু আদায় করে এরপর পেছনে যান; আশা করা যায় ততক্ষণ পেছনে

যাওয়ার পর্যাপ্ত জায়গা তৈরি হয়ে যাবে। যদি পেছনে যাওয়া জরুরিই হয় তবে বাকি নামাযীদের খেয়াল রেখে সুতরার সামনে দিয়ে অতিক্রম করুন।

নামাযীর সামনে দিয়ে যাতায়াত কেন নিষেধ?

হযরত আল্লামা আব্দুর রহমান জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা কেবল একারণেই মাকরূহে তাহরিমী (অর্থাৎ নাজায়েয ও গুনাহ) যেহেতু অতিক্রমকারী ব্যক্তি নামাযী এবং তার উদ্দেশ্যের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টিকারীর মতো। আর সে যখন নামাযীর সামনে দিয়ে যায়, তখন মনে হয় যেন সে নিজেও ইবাদতের লক্ষ্যবস্তু এবং সে নামাযীর একাগ্রতা নষ্ট করে। এসব কারণে নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া নাজায়েয ও গুনাহ। **(কাশফুল মুশকিল মিন হাদিসিস সহিহাইন, ২/১৫৮)**

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শরফুদ্দীন নববী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ওলামায়ে কেরামের বরাতে লেখেন: সুতরা রাখার হিকমত হলো সুতরার পেছনে যা কিছু আছে তা থেকে দৃষ্টিকে ফিরিয়ে রাখা এবং নিজের কাছ দিয়ে অতিক্রমকারীকে বাধা দেওয়া। **(শারহে মুসলিম লিন-নববী, ৪/২১৬)**

মাওলার সাথে বান্দার মোলাকাত হয় নামাযে

মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত আবুল আলিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইরশাদ করেছেন: "নিশ্চয়ই মানুষ যখন নামায পড়ে তখন তার সামনে একজন ফেরেশতা থাকে; নামাযী যা বলে তিনি তা লিখে নেন এবং ফেরেশতা এটি পছন্দ করেন না যে, তাঁর সামনে দিয়ে কোনো কিছু অতিক্রম করুক।" এতে নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়ার অপছন্দনীয় হওয়ার কারণের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, ফেরেশতারা নামাযীর নিকটবর্তী থাকেন; অতএব সামনে

www.dawateislami.net

দিয়ে অতিক্রমকারী ব্যক্তি নামাযী এবং তার ওপর নিয়োজিত ফেরেশতাদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। (শারহে জামে' তিরমিযী, ৩/২৮০, হাদিস: ৩৩৬-এর অধীনে)

লোকেরা নামাযীর সামনে দিয়ে কেন যায়?

যেসব সৌভাগ্যবান মুসলমানের ঘরে দ্বীনি পরিবেশ রয়েছে, তাদের সম্পর্কে সম্ভবত অতিরঞ্জিত হবে না যদি বলা হয় যে, তারা অবুঝ ছোট শিশুদেরও নামাযীর সামনে দিয়ে যেতে বারণ করে; যা একটি ভালো অভ্যাস। এতে শিশুটি শৈশব থেকেই জানতে পারে যে, নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া উচিত নয়। হতে পারে কিছু লোক এমনও আছেন যাদের যৌবন বা বার্ধক্যেও এই দ্বীনি মাসআলা জানা নেই যে "নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া গুনাহ"; একারণে তারা এই গুনাহে লিপ্ত হন। আবার কিছু লোক মাসআলা জানা সত্ত্বেও অবহেলা ও উদাসীনতার পরিচয় দিয়ে নামাযীর সামনে দিয়ে চলে যান; আর কিছু লোক তাড়াহুড়োর কারণে এই গুনাহ করেন। জুমা, উভয় ঈদ, রমজানুল মুবারকে বা যেসব মসজিদে নামাযীদের ভিড় থাকে, সেখানে লোকেরা مَعَاذَ الله একজন নয় বরং অনেক নামাযীর সামনে দিয়ে গিয়ে যে কত শত গুনাহের ভাগী হন তা বলা বাহুল্য। যদি আপনার দ্বারাও কখনো এমন গুনাহ হয়ে থাকে তবে সামনে পড়ার আগে এখনই আল্লাহ পাকের দরবারে তাওবা করে নিন। আর যদি মনে না থাকে যে, কখনো গিয়েছেন কি না, তবুও এভাবে বলায় কোনো ক্ষতি নেই যে **"ইয়া আল্লাহ পাক! যদি আমার দ্বারা কখনো জেনেশুনে নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়ার গুনাহ হয়ে থাকে তবে তা থেকে এবং আমার সকল গুনাহ থেকে তাওবা করছি।"**

নামায আদায়কারীর জন্য সুন্নাত

সবার উচিত নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া থেকে বেঁচে থাকা। যদি যাওয়া জরুরি হয় তবে সুতরার ব্যবস্থা করুন (কিছু মসজিদে সুতরা রাখা থাকে, এটি ভালো কাজ)। অন্যথায় বের হওয়ার কোনো পথ না থাকলে সামান্য অপেক্ষা করুন। এই শরীয়ত সম্মত মাসআলার ওপর আমল করার উদ্দেশ্যে অপেক্ষা করলে আল্লাহ পাকের রহমতে সাওয়াব পাওয়া যাবে। শরীয়ত নামাযীকে নামায শুরু করার আগে নিজের সামনে সুতরা রাখার নির্দেশ দিয়েছে যাতে মানুষের যাতায়াতের ঝুঁকি সর্বনিম্ন হয়; অতএব নামায আদায়কারীর উচিত নিজের সামনে সুতরা রেখে নামায পড়া। নামাযীর আরও উচিত যাতায়াতের পথে নামায না পড়ে কোনো পিলারের আড়ালে বা সুতরার পেছনে নামায পড়া যাতে অজান্তেও কেউ সামনে দিয়ে না যায়।

ওলামায়ে কেরাম যাতায়াতের পথে নামায আদায়কারী এবং অতিক্রমকারী উভয়কেই গুনাহগার হওয়ার কারণ হিসেবে এটি বলেছেন যে, হয় নামাযী অতিক্রমকারীকে বাধা দিতে অবহেলা করেছে অথবা সে লোকজনের যাতায়াতের পথে নামায দাঁড়িয়েছে।

(শারহুজ যুরকানী আলাল মুয়াত্তা ইমাম মালিক, ১/৪৬৪, হাদিস: ৩৬৩-এর অধীনে)

নামায আদায়কারী যদি ভালো নিয়তে কোনো পিলার বা সুতরার আড়ালে নামায পড়ে তবে সে "শরীয়তের মাসআলার ওপর আমলের সাওয়াব পাবে।" (ফাতাওয়া রযভীয়া, ১৯/৬৫৮) কিন্তু যদি কেউ পথে বা সুতরা ছাড়াই নামায পড়ে, তবুও অতিক্রমকারীর জন্য অনুমতি নেই যে, সে সুতরা ছাড়া তার সামনে দিয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

নামাযীর দিকে মুখ করা কেমন?

জামাত শেষ হওয়ার পর দ্রুত পেছনে যাওয়া বা নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া থেকে বাঁচতে কিছু লোক নামায আদায়কারীর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকেন যাতে সে সালাম ফেরালে আমি যেতে পারি। এভাবে নামাযীর সামনে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকাও গুনাহ। (বাহারে-শরীয়ত, ১/৬২৬, অংশ: ৩)

এই গুনাহ থেকে বাঁচার উপায় হলো আপনি ডানে বা বামে ফিরে দাঁড়াবেন যাতে আপনার চেহারা নামাযীর মুখোমুখি না থাকে। অথবা নামাযীর দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে থাকবেন, যখন সে সালাম ফেরাবে তখন পেছনে চলে যাবেন।

শয়তানী কুমন্ত্রণা

হতে পারে এই দ্বীনি মাসায়েলগুলো পড়ে বা শুনে কেউ বলে উঠতে পারে যে 'ভাই! দ্বীনে এত কড়াকড়ি নেই'। এই শয়তানী কুমন্ত্রণার জবাব হলো; দ্বীনে "এত" নয় বরং "একদমই" কড়াকড়ি নেই; বরং দ্বীনে আছে সহজতা, কিন্তু নিজের "খেয়াল-খুশি" মতো চলার সুযোগ নেই। আল্লাহ পাক পারা ৩, সূরা বাকারার ২৮৬ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন:

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

(পারা: ৩, বাকারা: ৪৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আল্লাহ কোনো আত্মার উপর বোঝা অর্পণ করেন না কিন্তু তার সাধ্য পরিমাণ।

যদি কেউ নিজে দ্বীনি মাসায়েল না শিখে, আর যখন মুফতিয়ানে কেরাম ও ওলামায়ে কেরাম (আল্লাহ তাঁদের সংখ্যা বাড়িয়ে দিক) আমাদের কাছে সঠিক দ্বীনি বিধান পৌঁছে দেন তখন যদি সে বলে যে, "দ্বীনে এত কড়াকড়ি নেই", তবে এটি একটি শয়তানী কুমন্ত্রণা। সারা বিশ্বে ট্রাফিক

রুলস অনেক বেশি এবং যেখানে আইন যথাযথভাবে মানা হয় সেখানে কেউ এই নিয়মের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস পায় না। তখন কেন এই কুমন্ত্রণা আসে না যে 'ভাই! এত কড়াকড়ি কেন?' বরং কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি চিন্তা করলে এটাই সিদ্ধান্ত নেবে যে, এই নিয়ম পালনে আমাদের নিজেদের জীবনের নিরাপত্তা রয়েছে। ট্রাফিক আইন মানা যেমন শারীরিক নিরাপত্তার মাধ্যম, তেমনি দ্বীনি বিধান মানা শারীরিক ও আধ্যাত্মিক নিরাপত্তার মাধ্যম এবং এর ওপর আমলকারী দুনিয়া ও আখেরাতে সফল।

যেকোনো দেশের ভিসা নেওয়ার জন্য ওই দেশের রুলস ফলো করা জরুরি, নতুবা তারা ভিসাই দেয় না; আর আগে থেকে দেওয়া থাকলে অনেক সময় বাতিল করে দেয়। সুতরাং আমরা যদি জান্নাতে যেতে চাই, তবে আল্লাহ পাকের প্রিয় দ্বীন ইসলামের বিধান এবং তাঁর সর্বশেষ নবী মাক্কী-মাদানী মুহাম্মদ আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর হাদিসে মুবারাকাকে মনে-প্রাণে মানতে হবে এবং আমল করতে হবে। কারণ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর দেখানো পথে চলেই জান্নাতে প্রবেশ সম্ভব। হে আল্লাহ পাক! আমাদের নিরাপদে জান্নাতুল ফিরদাউসে তোমার প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য দান করো।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতই না চমৎকার লিখেছেন:

مُفْلِسو اُن کی گلی میں جا پڑو باغِ خُلدِ اِکرام ہو ہی جائے گا

মুফলিসো উনকী গলী মেঁ জা পড়ো বাগে খুলদ ইকরাম হো হী যায়ে গা

(হাদায়েকে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ৪১)

www.dawateislami.net

শরহে কালামে রযা: ওহে অভাবী, অসহায় ও নিঃস্বরা! রহমতের নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর আঁচল শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো; এর বরকতে তোমাদের জান্নাতে প্রবেশ নিশ্চিত হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰهُ الْكَرِيْم!

নামাযীর সামনে দিয়ে কি একেবারেই যাওয়া যাবে না?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিষয়টি এমন নয় যে "নামাযীর সামনে দিয়ে একেবারেই যাওয়া যাবে না"; আমাদের প্রিয় দ্বীন ইসলাম যেমন আমাদের নামাযীর সামনে দিয়ে যেতে নিষেধ করেছে, তেমনি নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়ার সঠিক পদ্ধতিও বর্ণনা করেছে।

নামাযীর সামনে দিয়ে যাতায়াতের গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েলসমূহ মনে রাখার সুবিধার্থে প্রশ্নোত্তর আকারে পেশ করা হলো। এগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন। যদি কোনো মাসআলা বুঝতে সমস্যা হয় তবে নিজে সমাধান না করে নিকটস্থ 'দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত'-এ মুফতি সাহেবের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন এবং এই কুরআনী নির্দেশের ওপর আমল করুন:

فَسْـَٔلُوْۤا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

(পারা: ১৪, আন-নাহল: ৪৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: সুতরাং হে লোকেরা! জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো যদি জ্ঞান না থাকে"

সুতরা সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন: সুতরা (Sutrah/ Barrier) কাকে বলে?

উত্তর: সুতরা শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো; গোপন করার জিনিস বা আড়াল। শরীয়তের পরিভাষায় "**সুতরা হলো সেই বস্তু যা নামাযী তার সামনে রাখে যাতে ওই সুতরার আড়াল দিয়ে লোকেরা যাতায়াত করতে পারে।**" (মিরআতুল মানাজিহ, ২/১)

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: নবী পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কি সুতরা ব্যবহার করেছেন?

উত্তর: হ্যাঁ! নবী পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজেও সুতরা ব্যবহার করেছেন। যেমনটি হযরত আবু জুহাইফা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -কে একটি লাল চামড়ার তাঁবুর নিচে দেখেছি এবং হযরত বেলাল رَضِیَ اللهُ عَنْهُ -কে দেখেছি যে, তিনি হুযুরের ওযুর পানি বের করছেন আর লোকেরা দ্রুত সেই পানি সংগ্রহ করছে; কেউ এক ফোঁটা পেলে তা মুখে ও বুকে মেখে নিচ্ছে, আর যে পাচ্ছে না সে অন্য কারো হাতের সিক্ততা থেকে বরকত নিচ্ছে। এরপর হযরত বেলাল একটি বর্শা গেড়ে দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم লাল রঙের (ডোরাকাটা) পোশাক পরে তাশরীফ আনলেন এবং বর্শার দিকে মুখ করে দুই রাকাত নামায পড়ালেন; আমি দেখলাম মানুষ ও পশুরা সেই বর্শার ওপর পাশ দিয়ে (অর্থাৎ সুতরার আড়ালে) যাতায়াত করছে। **(মুসলিম, পৃষ্ঠা: ২০৩, হাদিস: ১১২০)**

প্রশ্ন: নামাযীর সামনে সুতরা রাখার হুকুম কী?

উত্তর: যেখানে কারো যাতায়াতের সম্ভাবনা থাকে, সেখানে নামাযীর সামনে সুতরা রাখা মুস্তাহাব। ফিকহে হানাফীর বিখ্যাত কিতাব 'তানভীরুল আবসার'-এ আছে: "ইমাম এবং একাকী নামায আদায়কারী যখন মরুভূমি বা এমন কোনো স্থানে নামায পড়েন যেখানে লোকজনের যাতায়াতের সম্ভাবনা থাকে, তবে সুতরা গেড়ে নেওয়া মুস্তাহাব।"

(তানভীরুল আবসার মাআ দুররে মুখতার, ২/৪৮৪)

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী মাক্কী-মাদানী হাশেমী মুহাম্মদ আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: তোমাদের প্রত্যেকের উচিত নিজের নামাযে সুতরা রাখার গুরুত্ব দেওয়া, চাই তা একটি তীরই হোক না কেন। **(মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বাহ, ২/৫২৪, হাদিস: ২৮৭৯)** অন্য একটি হাদিসে আছে: যখন

তোমাদের কেউ নামায পড়ে তখন সে যেন নিজের সামনে সুতরা রেখে নামায পড়ে। (ইবনে মাজাহ, ১/৫১০, হাদিস: ৯৫৪, সংক্ষেপিত)

প্রশ্ন: যেখানে সামনে দিয়ে কারো যাতায়াতের সম্ভাবনা আছে সেখানে সুতরা না রাখা কেমন?

উত্তর: যেখানে যাতায়াতের ঝুঁকি থাকে সেখানে সুতরা না রাখা মাকরূহে তানযিহী। (তানভীরুল আবসার মাআ দুররে মুখতার, ২/৪৮৪)

প্রশ্ন: যদি সামনে দিয়ে কারো যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তবে কি সুতরা রাখা জরুরি?

উত্তর: না! যখন যাতায়াতের কোনো সম্ভাবনা নেই বা সামনে কোনো পথ নেই, তখন সুতরা না রাখায় কোনো ক্ষতি নেই; তবুও সুতরা রেখে নেওয়া উত্তম। (তানভীরুল আবসার মাআ দুররে মুখতার ও রাদ্দুল মুহতার, ২/৪৮৭)

প্রশ্ন: নামাযীর সামনে সুতরা রেখে নামায পড়লে কী ফায়দা হয়?

উত্তর: সুতরা রেখে নামায পড়লে নামাযে শয়তান বিঘ্ন ঘটাতে পারে না। মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমাদের কেউ নামায পড়ে তখন যেন সুতরা রেখে পড়ে; এভাবে শয়তান তার ও তার নামাযের মাঝে প্রতিবন্ধক হতে পারবে না।" (মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, ২/৭, হাদিস: ২৩০৭, সংক্ষেপিত)

ফারুকে আযমের নিজস্ব আমল

মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজের সামনে সুতরা হিসেবে বর্শা গেড়ে নিতেন। যেমন হযরত সায়্যিদুনা আসওয়াদ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ থেকে বর্ণিত: অনেক সময় হযরত সায়্যিদুনা ওমর

ফারুক আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ জমিনে সুতরা হিসেবে বর্শা গেড়ে নিতেন।

(মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, ২/৬, হাদিস: ২৩১৯, সংক্ষেপিত)

সুতরা ছাড়া নামাযীর সামনে দিয়ে যাতায়াত

প্রশ্ন: সুতরা ছাড়া নামাযীর সামনে দিয়ে যাতায়াত করা কেমন?

উত্তর: নামাযী যদি ঘর বা ছোট মসজিদে নামায আদায় করেন, তবে নামাযীর পা থেকে নিয়ে কিবলা দেয়াল পর্যন্ত সুতরা ছাড়া সামনে দিয়ে যাওয়া জায়েয নেই। আর যদি মরুভূমি বা বড় মসজিদে (যেমন: মসজিদে আকসা, মসজিদে নববী শরীফ ও মসজিদে হারাম শরীফ) নামায পড়েন, তবে নামাযীর কদম থেকে সিজদা করার স্থান (এর ব্যাখ্যা পরবর্তী প্রশ্নে আছে) পর্যন্ত সুতরা ছাড়া যাতায়াত করা নাজায়েয।

(বাহারে-শরীয়ত, ১/৬১৫, অংশ: ৩, সহজীকরণ)

মসজিদাঈনে কারিমাঈন তথা মসজিদে হারাম শরীফ এবং মসজিদে নববী শরীফ ব্যতিরেকে আজকাল ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশে সাধারণত যেসব মসজিদ আছে সেগুলো 'মসজিদে সগীর' (অর্থাৎ ছোট মসজিদ)-এর অন্তর্ভুক্ত; যদিও কিছু মসজিদের ক্ষেত্রে মানুষ 'বড় মসজিদ' শব্দ ব্যবহার করে, কিন্তু সেগুলো (নামাযীর সামনে দিয়ে যাতায়াতের মাসআলার ক্ষেত্রে) বড় মসজিদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্ন: সিজদার স্থান বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: সিজদার স্থান বলতে বোঝায়; দাঁড়ানো অবস্থায় দৃষ্টিকে সিজদার জায়গায় স্থির করলে দৃষ্টি যতদূর পর্যন্ত জায়গাকে পরিবেষ্টন করে, সেই সম্পূর্ণ স্থানটিই সিজদার স্থান। ইমামে আহলে সুন্নাত সায়্যিদী আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর বর্ণিত অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এটি নামাযীর সামনের প্রায় তিন

www.dawateislami.net

গজ পর্যন্ত দূরত্ব হয়ে থাকে। এই সীমানার ভেতর দিয়ে সুতরা ছাড়া নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া একেবারেই জায়েয নেই; মরুভূমি বা বড় মসজিদের ক্ষেত্রে এর বাইরে দিয়ে যাতায়াত জায়েয। কিন্তু ঘর এবং ছোট মসজিদের ক্ষেত্রে কিবলা দেয়াল পর্যন্ত সামনে দিয়ে যাওয়া যাবে না।

(মালফুজাতে আলা হযরত, পৃষ্ঠা: ১৩৩, সহজীকরণ)

প্রশ্ন: জামাতে কাতার পূর্ণ করার জন্য নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া কেমন?

উত্তর: কাতার পূর্ণ করা ওয়াজিব; তাই যদি নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া ছাড়া কাতার পূর্ণ করা সম্ভব না হয়, তবে নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করে কাতার পূর্ণ করা জরুরি। **(দুররে মুখতার, ২/৪৮৩)**

জামাতের সময় সামনের কাতারে জায়গা খালি থাকা সত্ত্বেও কিছু লোক পেছনের কাতারে নামায শুরু করে দেন, এক্ষেত্রেও একই হুকুম যে, তার সামনে দিয়ে গিয়ে সামনের কাতার পূর্ণ করবেন। এখানে দোষ সেই ব্যক্তিরই যে এমন জায়গায় নামায শুরু করেছে।

(বাহারে-শরীয়ত, ১/৬১৭, অংশ: ৪, ভাবার্থ)

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাণীর সারসংক্ষেপ সহজ ভাষায় এরূপ; কাতারে মিলেমিশে দাঁড়ানো এবং ফাঁকা বন্ধ করা অত্যন্ত জরুরি এবং ফাঁকা রাখা নিষিদ্ধ ও নাজায়েয; এমনকি কাতার পূর্ণ করার জন্য নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়ারও অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যদিও নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া হাদিসে মুবারাকাতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু কাতার পূর্ণ করা এতটাই জরুরি কাজ যে, এর জন্য নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে; কারণ কাতার পূর্ণ করা সামনে দিয়ে যাওয়ার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং কাতার ফাঁকা রাখা একটি বড় ত্রুটি।

(ফাতাওয়া রযভীয়া, ৭/৪৬-৪৯)

www.dawateislami.net

কোন কোন বস্তু সুতরা হতে পারে আর কোনটি নয়?

প্রশ্ন: সুতরা কেমন হওয়া উচিত?

উত্তর: সুতরা হিসেবে ব্যবহৃত প্রতিটি বস্তুর দৈর্ঘ্য কমপক্ষে দেড় ফুট এবং প্রস্থ বা স্থূলতা কমপক্ষে এক আঙুলের সমান হওয়া জরুরি।

(ফাতাওয়া রযভীয়া, ২২/৪৭৯)

বর্ণিত পরিমাণের চেয়ে ছোট বস্তু সুতরা হতে পারে না; কারণ যা এর চেয়ে ছোট হবে তা দূর থেকে যাতায়াতকারীর নজরে পড়বে না, ফলে এর উদ্দেশ্য (অর্থাৎ যাতায়াতকারীকে সতর্ক করা) অর্জিত হবে না।

(হেদায়া, ১/৬৩)

প্রশ্ন: সুতরার দুটি শর্তের একটি পাওয়া গেলে আর অন্যটি না থাকলে কি তা সুতরা হবে? যেমন কারো সামনে এক আঙুলের চেয়ে চিকন কোনো ছড়ি বা লাঠি মাটিতে পোঁতা আছে যার দৈর্ঘ্য দেড় ফুট বা তার বেশি; এটি কি সুতরা হিসেবে যথেষ্ট?

উত্তর: না! এমন ছড়ি বা লাঠি সুতরার জন্য যথেষ্ট নয় এবং এমন লাঠির আড়ালে নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়াও জায়েয নয়। কারণ সুতরার উভয় শর্ত দৈর্ঘ্য কমপক্ষে দেড় ফুট এবং স্থূলতা বা প্রস্থ কমপক্ষে এক আঙুলের সমান হওয়া আবশ্যক।

প্রশ্ন: কিছু মসজিদের দরজায় বা মসজিদের ভেতরে পার্টিশনের জন্য কাঁচ (GLASS) লাগানো থাকে যা এক আঙুলের চেয়ে চিকন হয়। এমতাবস্থায় কোনো নামাযী যদি কাঁচের ওপাশে নামায পড়েন, তবে কি অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য কাঁচের এপাশ দিয়ে যাতায়াত করা জায়েয হবে?

www.dawateislami.net

উত্তরঃ প্রথমত মনে রাখতে হবে; সুতরা হিসেবে ব্যবহৃত বস্তুর দৈর্ঘ্য কমপক্ষে দেড় ফুট এবং প্রস্থ কমপক্ষে এক আঙুল হতে হবে। এখন মসজিদের কাঁচগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সেগুলোর স্থূলতা বা পুরুত্ব এক আঙুল না হলেও সেগুলোর চওড়া বা প্রশস্ততা এক আঙুলের চেয়ে বহুগুণ বেশি হয়ে থাকে এবং সুতরার আসল উদ্দেশ্যও এতে অর্জিত হয়। সুতরাং এমন কাঁচের ওপাশে নামায আদায়কারীর সামনে দিয়ে (এপাশ দিয়ে) যাতায়াত জায়েয এবং যাতায়াতকারী গুনাহগার হবে না। এখানে সুতরার স্থূলতা বর্ণনার উদ্দেশ্য মূলত তার প্রশস্ততা বোঝানোই।

প্রশ্নঃ যদি কেউ পর্দার পেছনে নামায পড়ে, তবে পর্দার ওপাশ দিয়ে যাতায়াত করা কি জায়েয হবে?

উত্তরঃ হ্যাঁ! সেই পর্দা যা জমিন পর্যন্ত ঝুলে থাকে তা সুতরার জন্য যথেষ্ট। এর আড়ালে নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া জায়েয; কারণ এর পুরুত্ব এক আঙুল না হলেও প্রশস্ততা অনেক বেশি এবং সুতরার আসল উদ্দেশ্যও এতে হাসিল হয়। সুতরাং সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী গুনাহগার হবে না।

(দুররে মুখতার মাআ রদ্দুল মুহতার, ২/৪৮৩)

প্রশ্নঃ কিছু নামাযী ভাই সফরে হ্যান্ডব্যাগ বা স্কুলব্যাগ সামনে সুতরা হিসেবে রেখে নামায পড়েন। তাঁদের সামনে দিয়ে যাওয়া কি জায়েয হবে?

উত্তরঃ যেসব ব্যাগের দৈর্ঘ্য দেড় ফুট বা তার বেশি, সেগুলোকে সুতরা বানানো যেতে পারে। আর যেসব ব্যাগের দৈর্ঘ্য দেড় ফুটের কম, সেগুলোকে সুতরা হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না এবং তা সামনে রেখে নামায পড়লেও সামনে দিয়ে অতিক্রম করা জায়েয হবে না।

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: কিছু মসজিদে ফ্রেমের মতো সুতরা থাকে যার উভয় পাশে কাঠ এবং ওপরেও কাঠ থাকে। শরীয়তের দৃষ্টিতে কি এমন সুতরা গ্রহণযোগ্য যেহেতু এর মাঝখানের অংশটি ফাঁকা থাকে?

উত্তর: এমন সুতরা সঠিক। এর দৈর্ঘ্য কমপক্ষে দেড় ফুট এবং কাঠের প্রস্থ কমপক্ষে এক আঙুল হতে হবে।

প্রশ্ন: যদি কোনো ব্যক্তি চৌকির একপাশে বসে থাকে, তবে কি সেই চৌকিকে সুতরা বানানো যাবে?

উত্তর: চৌকির যে অংশটি নামাযীর সামনে থাকবে সেটি যদি দেড় ফুট উঁচু হয়, তবে সেটিকে সুতরা বানানো যাবে; যদিও তার ওপর কেউ বসে বা ঘুমিয়ে থাকে তবে শর্ত হলো তার মুখ যেন নামাযীর দিকে না থাকে। কারণ জেনেশুনে কারো মুখের দিকে মুখ করে নামায পড়া মাকরূহে তাহরিমী ও গুনাহের কাজ। ঘুমানোর ব্যক্তির পেছনে নামায পড়ার বিষয়ে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "যদি কোনো ব্যক্তি চৌকির ওপর বসে বা শুয়ে থাকে এবং তার পিঠ নামাযীর দিকে থাকে তবে তার পেছনে জায়নামায বিছিয়ে নামায পড়ায় কোনো ক্ষতি নেই। একইভাবে যদি সে সেদিকে পিঠ করে ঘুমিয়ে থাকে তবুও কোনো সমস্যা নেই; তবে ঘুমন্ত ব্যক্তির পেছনে নামায না পড়া ভালো (এড়ানো উচিত)। এর দুটি কারণ এক: কী জানি সে নামাযের মাঝে ওই দিকে ঘুরে যায় এবং তার মুখ নামাযীর দিকে হয়ে যায়; দুই: হতে পারে ঘুমের মাঝে তার থেকে এমন কিছু প্রকাশ পেল যা দেখে নামাযীর হাসি আসতে পারে।"

(ফাতাওয়া রযভীয়া, ৫/৩৪৬)

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: গাছ, পশু বা কোনো মানুষকে কি সুতরা বানানো যায়?

উত্তর: হ্যাঁ! গাছ, পশু বা মানুষকে সুতরা বানানো যেতে পারে। (গুনইয়াতুল মুতামাল্লী, পৃষ্ঠা: ৩৬৭) তবে মানুষকে সুতরা বানানোর শর্ত হলো তার পিঠ যেন নামাযীর দিকে থাকে; কারণ নামাযীর দিকে মুখ করা নিষেধ।

(বাহারে-শরীয়ত, ১/৬১৬, অংশ: ৩)

প্রশ্ন: বালিশ কি সুতরা হিসেবে ব্যবহার করা যাবে? কিছু লোক বিছানায় নামায পড়ার সময় সামনে বালিশ রেখে দেন; এমন অবস্থায় বালিশের আড়ালে নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া কি জায়েয?

উত্তর: হ্যাঁ! বালিশ সুতরা হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে; কারণ সাধারণত বালিশের দৈর্ঘ্য দেড় ফুট বা তার বেশি হয়। সুতরাং বালিশটি যদি দাঁড় করে রাখা হয় এবং তার উচ্চতা দেড় ফুট বা তার বেশি হয় তবে তা সুতরার জন্য যথেষ্ট এবং তার আড়ালে যাতায়াত জায়েয হবে। কিন্তু বালিশটি যদি শুইয়ে রাখা হয় এবং তার উচ্চতা দেড় ফুটের কম হয়ে যায় তবে তা সুতরা হবে না এবং তার সামনে দিয়ে যাওয়াও জায়েয হবে না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সুতরা রাখার বিবিধ মাসায়েল

প্রশ্ন: নামাযীর সামনে সুতরা রাখার সঠিক পদ্ধতি কী?

উত্তর: সুন্নাত হলো নামাযী ও সুতরার মাঝে দূরত্ব যেন সর্বোচ্চ তিন হাত হয়। সুতরা একদম নাকের সোজাসুজি থাকবে না বরং ডানের বা বামের ভ্রুর (Eyebrow) সোজাসুজি থাকবে; আর ডান ভ্রুর সোজাসুজি থাকা উত্তম। (দুররে মুখতার, ২/৪৮৫)

www.dawateislami.net

সুতরা কোথায় রাখবেন?

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত মিকদাদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে কোনো লাঠি, পিলার বা গাছের দিকে মুখ করে নামায পড়তে দেখলেই দেখতাম যে, তিনি সেটিকে নিজের ডানের বা বামের ভ্রুর সামনে রাখতেন এবং একদম সোজাসুজি সামনে থাকতেন না।

(আবু দাউদ, ১/২৭৩, হাদিস: ৬৯৩)

হাদীসের ব্যাখ্যা: সুতরাকে নাকের সোজাসুজি রাখতেন না যাতে মূর্তিপূজারীদের সাথে সাদৃশ্য না হয়; কারণ তারা পূজার সময় মূর্তিকে একদম সামনে রাখে। ফুকাহায়ে কেরাম বলেন: সুতরা নামাযীর একদম মাঝখানে না হয়ে বরং কিছুটা ডানে বা বামে সরে থাকবে; এই মাসআলার উৎস হলো আলোচ্য হাদিসটি। (মিরআতুল মানাজিহ, ২/৮)

প্রশ্ন: যদি নামায আদায়কারী উঁচুতে থাকেন তবে কি তাঁর সামনে দিয়ে যাওয়া যাবে?

উত্তর: নামায আদায়কারী যদি এত উঁচুতে থাকেন যে, যাতায়াতকারীর শরীরের কোনো অঙ্গ নামাযীর সামনে আসে না, তবে যাতায়াত জায়েয। আর যদি কোনো অঙ্গের মুখোমুখি হয় তবে যাতায়াত জায়েয নেই।

(বাহারে-শরীয়ত, ১/৬১৫, অংশ: ৩)

প্রশ্ন: বলা হয় যে, ইমামের সুতরা মুক্তাদির জন্যও যথেষ্ট, এর বাস্তবতা কী?

উত্তর: ইমামের সুতরা মুক্তাদির জন্যও সুতরা; মুক্তাদির জন্য নতুন বা আলাদা সুতরার প্রয়োজন নেই। এই অবস্থায় যদি ছোট মসজিদেও জামাত চলাকালীন মুক্তাদির সামনে দিয়ে কেউ চলে যায় অথচ ইমামের সামনে দিয়ে না যায়, তবে কোনো ক্ষতি নেই। (রদ্দুল মুহতার, ২/৪৮৭) তবে বিনা প্রয়োজনে মুক্তাদির সামনে দিয়ে যাবেন না।

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: যদি কেউ জামাতে নামায পড়েন এবং তাঁর ওজু ভেঙে যায়, তবে কি তিনি কাতার থেকে বের হওয়ার জন্য অন্যদের সামনে দিয়ে যেতে পারবেন?

উত্তর: নামাযের মাঝে যার ওযু ভেঙে যাবে তার জন্য মুস্তাহাব হলো নিজের নাক ধরা এবং মাথা নিচু করে কাতার থেকে বের হয়ে যাওয়া। এখন সে চাইলে কাতারের সামনে দিয়ে যেতে পারে অথবা কাতার চিরে পেছনে চলে যেতে পারে; এটি নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা বলে গণ্য হবে না কারণ ইমামের সুতরা মুক্তাদির জন্যও সুতরা।

প্রশ্ন: ইমামের সুতরা মুক্তাদির জন্য যথেষ্ট বলা হয়েছে; তবে 'মাসবুক' যখন নিজের বাকি নামায শেষ করতে দাঁড়াবে তখন কি তার সামনেও সুতরা রাখা জরুরি? সেও তো মুক্তাদি।

উত্তর: প্রথমত মনে রাখুন; মাসবুক (যে মুক্তাদি জামাতের শুরুতে ইমামের সাথে শরীক হতে পারেনি এবং তার এক বা একাধিক রাকাত বাকি আছে) কেবল ততক্ষণ 'মুদরিক' (যে শুরু থেকে জামাতে আছে)-এর মতো যতক্ষণ সে ইমামের সাথে নামায পড়ছে। সুতরাং নামায শুরু করার সময় মাসবুকের আলাদা সুতরার প্রয়োজন নেই কারণ তখন ইমামের সুতরা তার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু ইমাম সালাম ফেরানোর পর মাসবুক যখন তার বাকি রাকাতগুলো আদায় করতে দাঁড়াবে, তখন সে 'মুনফারিদ' (একা নামাযী)-এর হুকুমে চলে আসে। সুতরাং ইমামের সালামের পর সে আর ইমামের সুতরার অধীন থাকে না। এখন যদি তার সামনে দিয়ে লোকজনের যাতায়াতের ভয় থাকে তবে তার জন্যও সুতরা রাখা উচিত এবং সুতরা ছাড়া তার সামনে দিয়ে যাওয়া জায়েয হবে না।

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: জানাযার নামাযে সামনের কাতারে জায়গা খালি থাকলে এবং নামায শুরু হয়ে গেলে কি কাতার পূর্ণ করার জন্য মুক্তাদির সামনে দিয়ে যাওয়া জায়েয?

উত্তর: হ্যাঁ! জানাযার নামাযে কাতার পূর্ণ করার জন্য মুক্তাদিদের সামনে দিয়ে যাওয়া জায়েয; কারণ ইমামের সামনে রাখা মাইয়্যেত বা তার খাট ইমামের জন্য সুতরা এবং "ইমামের সুতরা মুক্তাদিদের জন্যও সুতরা হিসেবে গণ্য হয়।" (বাহারে-শরীয়ত, ১/৬১৬, অংশ: ৩)

প্রশ্ন: যাতায়াতকারীর কাছে সুতরা আছে কিন্তু গেড়ে দেওয়ার মতো ব্যবস্থা নেই, তবে কী করবে?

উত্তর: যদি তার কাছে লাঠি (Stick) থাকে কিন্তু তা গাঁথার উপায় না থাকে, তবে সেটিকে সোজা করে নামাযীর সামনে ধরে রেখে যাতায়াত করা জায়েয শর্ত হলো হাত থেকে ছেড়ে দেওয়ার পর লাঠিটি মাটিতে পড়ার আগেই অতিক্রম করতে হবে। (বাহারে-শরীয়ত, ১/৬১৭, অংশ: ৩)

প্রশ্ন: যদি কোনো ব্যক্তি নিজের নামায শেষ করে ফেলে এবং ঠিক তার পেছনেই কেউ নামায পড়ছে, তবে কি ওই ব্যক্তি উঠে ডানে বা বামে সরতে পারবে? এটিও কি নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া হিসেবে গণ্য হবে?

উত্তর: যদি কোনো ব্যক্তি আগে থেকেই নামাযীর সামনে বসে থাকে এবং সে উঠে ডানে বা বামে চলে যায় তবে তা নিষেধ নয়। হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নামাযীর সামনে দিয়ে যাতায়াত সংক্রান্ত একটি হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন: "এ থেকে জানা গেল যে, নামাযীর সামনে বসে থাকা, বা এসে বসে পড়া, অথবা বসা থেকে উঠে যাওয়া কিংবা সোজাসুজি সামনে দিয়ে চলে যাওয়া নিষেধ নয়; বরং সামনের

www.dawateislami.net

দিকটি আড়াআড়িভাবে পার হওয়া নিষেধ অর্থাৎ আমাদের দেশে উত্তর দক্ষিণে যাওয়া।" (মিরআতুল মানাজিহ, ২/১০) তবে একবার সাইডে যাওয়ার পর পুনরায় সামনে দিয়ে ফিরে আসা যাবে না কারণ তখন সেটি নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা বলে গণ্য হবে।

(মাদানী মুযাকারা: ২৮ জুমাদাল উখরা ১৪৪১ হিজরি, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২০)

প্রশ্ন: যদি দুইজন ব্যক্তি নামাযীর সামনে দিয়ে যেতে চান এবং কোনো সুতরা না থাকে তবে কী করবেন?

উত্তর: যদি দুইজন যেতে চান এবং সুতরার জন্য কিছু না থাকে, তবে তাঁদের একজন নামাযীর সামনে তার দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে যাবে আর অন্যজন তার সামনে দিয়ে পার হয়ে যাবে। এরপর ওই ব্যক্তি নামাযীর দিকে পিঠ করে দাঁড়াবে এবং আগের জন পার হয়ে যাবে। সবশেষে দ্বিতীয় ব্যক্তি যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে সরে যাবে। (রদ্দুল মুহতার, ২/৪৮৩)

প্রশ্ন: নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া সগীরা গুনাহ নাকি কবীরা?

উত্তর: সুতরা ছাড়া নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া মাকরূহে তাহরিমী, নাজায়েয এবং সগীরা গুনাহ (অর্থাৎ ছোট গুনাহ)। আর যদি সামনে সুতরা থাকে, তা সত্ত্বেও কেউ জেনেশুনে সুতরা ও নামাযীর মাঝখান দিয়ে যায় তবে তা কঠোর মাকরূহ ও গুনাহ হবে। যেমন বিখ্যাত ফকিহ ও মুহাদ্দিস হযরত আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী হানাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লেখেন: নামাযী ইমাম হোক, মুনফারিদ (একা নামাযী) হোক বা সুতরার দিকে মুখ করে নামাযী হোক তিনটি ক্ষেত্রেই সামনে দিয়ে যাওয়া মাকরূহ (তাহরিমী); তবে এই সব ক্ষেত্রের মধ্যে সবচেয়ে কঠোর হুকুম হলো সুতরা ও নামাযীর মাঝখান দিয়ে যাওয়া। (উমদাতুল কারী, ২/৯৮, হাদিস: ৭৬-এর অধীনে) ওলামায়ে কেরাম ব্যাখ্যা

করেছেন যে, প্রতিটি মাকরূহে তাহরিমী মূলত সগীরা গুনাহ। হ্যাঁ! যদি কেউ এটিকে অভ্যাসে পরিণত করে তবে এই সগীরা গুনাহ কবীরা গুনাহে (বড় গুনাহ) পরিণত হবে; কারণ সগীরা গুনাহে অনড় থাকা (বারবার করা) একে কবীরা বানিয়ে দেয়। (রদ্দুল মুহতার, ২/১৮২; আল-মুহিতুল বুরহানী, ১০/১৮০, ১৮১) আর যদি এটি ভেবে করে যে, ছোট গুনাহই তো? তবে এটি অত্যন্ত বড় গুনাহ হয়ে যাবে। কিছু ওলামায়ে কেরাম সুতরা ছাড়া সামনে দিয়ে যাওয়াকে কবীরা গুনাহও বলেছেন; যেমন ইমাম যাহাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর কিতাব 'কিতাবুল কাবায়ের'-এ কিছু কাজকে কবীরা গুনাহ হওয়ার ধারণা ব্যক্ত করেছেন এবং তাতে "নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া"ও লিখেছেন।

(কিতাবুল কাবায়ের লিয-যাহাবী, পৃষ্ঠা: ২৭৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: গুনাহের ক্ষেত্রে এটি দেখো না যে, এটি ছোট না বড়, বরং দেখো যে, নাফরমানিটি কার? যখন এই চিন্তা আসবে তখন আল্লাহর রহমতে কোনো গুনাহের প্রতি মন যাবে না। যেভাবে একটি বড় গোডাউনকে অনেক সময় সামান্য একটি দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে দিতে পারে, তেমনি বাহ্যিকভাবে ছোট মনে হওয়া একটি গুনাহও জাহান্নামে পৌঁছে দিতে পারে। হে আল্লাহ পাক! আমাদের সর্বদা তোমার নাফরমানির কাজ থেকে হেফাযত করো।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

جُوں ہی گناہ کرنے لگوں، تیرے خوف سے　　فوراً اُٹھوں میں تھَر تھَرا یاربِّ مصطَفٰے

জুঁ হী গুনাহ করনে লগূঁ, তেরে খওফ সে
ফওরান উঠুঁ মেঁ থরথরা ইয়া রব্বে মুস্তফা

(ওয়াসায়েলে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ১৩২)

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: যদি কোনো মহিলা নামায পড়েন এবং তাঁর সামনে দিয়ে কেউ যেতে চায় তবে তিনি কীভাবে বাধা দেবেন?

উত্তর: মহিলার সামনে দিয়ে কেউ যেতে চাইলে মহিলা 'তাসফীক' এর মাধ্যমে বাধা দেবেন (অর্থাৎ ডান হাতের আঙুল দিয়ে বাম হাতের পিঠে টোকা দেবেন)। যদি পুরুষ তাসফীক করে আর মহিলা 'সুবহানাল্লাহ' বলে তবুও নামায ভাঙবে না কিন্তু সুন্নতের খেলাফ হবে। (রদ্দুল মুহতার, ২/৪৮৬, ৪৮৭)

মহিলার আওয়াজও পর্দার অন্তর্ভুক্ত

ফিকহে হানাফীর প্রখ্যাত আলেম হযরত আল্লামা হাসান বিন আম্মার আল-মিছরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর কিতাব 'নূরুল ইযাহ'-এ নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীকে মহিলার তসবীহ না বলে তাসফীক করার কারণ বর্ণনা করে বলেন: **"মহিলা তসবীহ বলা থেকে বেঁচে থাকবে কারণ এতে তার আওয়াজ উচ্চ হবে আর মহিলার আওয়াজও ফিতনার স্থান।"**

(নূরুল ইযাহ মাআ মারাকিল ফালাহ, পৃষ্ঠা: ১৮৮)

এ থেকে সেই সব মহিলাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত যারা কেনাকাটা বা পাড়া-প্রতিবেশীদের মাঝে পরপুরুষের সাথে নিঃসঙ্কোচে কথাবার্তা বলেন। মহিলাদের উচিত ঘরের চার দেয়ালের ভেতরও নিচু স্বরে কথা বলা যাতে বাইরের লোক বা প্রতিবেশীরা শুনতে না পায়। সন্তানদের ওপর রাগ করার সময়ও এই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আফসোস সেই সব মহিলাদের ওপর যারা গান গেয়ে নিজের আওয়াজ পরপুরুষকে শোনায়। মনে রাখবেন; নামাযরত মহিলার মাহরামও যদি তাকে ডাকে বা

সামনে দিয়ে যেতে চায়, তবুও মহিলা হাতের ওপর হাতই মারবেন (তাসফীক করবেন); কারণ তার জন্য শরীয়তের আইনই এটি।

(মিরআতুল মানাজিহ, ২/১৩৪-১৩৫)

دیدے پردہ بہو بیٹیوں کو ماؤں بہنوں سبھی عورَتوں کو
ہم سبھی کو حقیقی حیا کی میرے مولیٰ تو خیرات دیدے

দে দে পর্দা বহু বেটিওঁ কো মাওঁ বহনোঁ সভী আওরাতোঁ কো
হম সভী কো হকীকী হয়া কী মেরে মাওলা তু খয়রাত দে দে

(ওয়াসায়েলে বখশিশ, পৃষ্ঠা: ১৩২)

প্রশ্ন: যদি কোনো ব্যক্তি নামাযীর সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, তবে কি তাকে আড়াল বানিয়ে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি যেতে পারে?

উত্তর: একজন নামাযীর সামনে দিয়ে যেতে চাচ্ছে; এখন দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি যদি প্রথম ব্যক্তিকে আড়াল বানিয়ে তার চলার গতির সাথে তাল মিলিয়ে তার সাথে সাথেই পার হয়ে যায়, তবে প্রথম ব্যক্তি গুনাহগার হবে কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য ওই প্রথম ব্যক্তিটিই সুতরা হয়ে গেল (ফলে দ্বিতীয় জনের গুনাহ হবে না)।

নোট: উত্তরটি প্রশ্ন অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে; তবে যদি কেউ জেনেশুনে নামাযীর সামনে দিয়ে যায় এবং আমরা জানি যে, তাকে বোঝালে সে মেনে নেবে এমতাবস্থায় তাকে 'নেকির দাওয়াত' দিয়ে বোঝানো আমাদের ওপর ওয়াজিব (জরুরি)। যদি না বোঝাই তবে আমরা গুনাহগার হব।

www.dawateislami.net

তাওয়াফ ও সা'য়ীর সময় নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়ার মাসআলা

প্রশ্ন: তাওয়াফ ও সা'য়ীর সময় 'মাতাফ' (তাওয়াফ করার জায়গা) এবং 'মাসআ' (সাফা ও মারওয়ার মাঝখানের জায়গা যেখানে সা'য়ী করা হয়) এসব স্থানে নামাযীদের সামনে সুতরা ছাড়া যাওয়া যাবে কি?

উত্তর: মাতাফ ও মাসআ-তে অনেক মানুষ নামায পড়েন। তাওয়াফ চলাকালীন নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া জায়েয কারণ তাওয়াফও নামাযের মতো; কিন্তু সা'য়ী চলাকালীন জায়েয নেই। এমন সময় থেমে গিয়ে নামাযীর সালাম ফেরানোর অপেক্ষা করুন। হ্যাঁ, কোনো যাতায়াতকারীকে আড়াল বানিয়ে পার হওয়া যেতে পারে।

প্রশ্ন: এক ব্যক্তি নামায পড়ছেন আর তার ঠিক সামনের কাতারে বসা এক ব্যক্তি নামায শেষ করেছেন; তিনি কি কাউকে যাওয়ার জন্য নিজের হাত নামাযীর সামনে সুতরা হিসেবে ধরতে পারেন?

উত্তর: বসা ব্যক্তিটি যদি নিজের হাত নামাযীর সামনে এমনভাবে রাখেন যে, তার মুখ নামাযীর দিকে না থাকে এবং একটি সুতরা পরিমাণ হাত উঁচুতে ধরেন, তবে অতিক্রমকারীর জন্য পার হওয়া সঠিক হবে।

সুতরা সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা

প্রশ্ন: যদি ভুলবশত কেউ নামাযীর সামনে দিয়ে চলে যায় তবে তার হুকুম কী, সে কি গুনাহগার হবে?

উত্তর: না! যদি কেউ ভুলবশত না জেনে নামাযীর সামনে দিয়ে যায় তবে সে গুনাহগার হবে না। (ফাতাওয়া আজমালিয়া, ২/২৫)

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: মানুষের মাঝে প্রচলিত আছে যে, সুতরা ছাড়া কেউ সামনে দিয়ে গেলে নামায ভেঙে যায়; এটি কি সঠিক?

উত্তর: নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়ার কারণে নামাযীর নামাযে কোনো সমস্যা হয় না এবং নামাযও ভেঙে যায় না। বাহারে-শরীয়ত-এ আছে: "নামাযীর সামনে দিয়ে বরং সিজদার স্থান' দিয়ে কারো যাতায়াত নামাযকে নষ্ট করে না, যাতায়াতকারী পুরুষ হোক বা মহিলা, কুকুর হোক বা গাধা।"

(বাহারে-শরীয়ত, ১/৬১৪, অংশ: ৩)

প্রশ্ন: অনেক সময় দেখা যায় কেউ ভুল করে নামাযীর সামনে দিয়ে চলে গেছে; যখন কেউ তাকে সতর্ক করে বা থামানোর চেষ্টা করে, তখন সে নিজের ভুল সংশোধনের জন্য ওই পথ দিয়েই আবার ফিরে আসে অর্থাৎ পুনরায় নামাযীর সামনে দিয়ে পেছনে ফিরে যায়। এটি করা কি সঠিক? শরীয়তের হুকুম কী?

উত্তর: নামাযীর সামনে সুতরা ছাড়া জেনেশুনে যাওয়া গুনাহ; কিন্তু কারো যদি নামাযের দিকে মনোযোগ না থাকে এবং সে ভুল করে চলে যায় তবে সে গুনাহগার হবে না। তবে প্রশ্নে বর্ণিত সুরত অনুযায়ী সে যদি নিজের ধারণা মতে ভুল সংশোধনের জন্য (যা আসলে ভুল ছিল না কারণ সে ভুলে গিয়েছিল) এখন 'জেনেশুনে' পুনরায় সামনে দিয়ে যায় তবে সে গুনাহগার হবে। আগে ভুলবশত যাওয়ায় গুনাহ হয়নি কিন্তু এখন ভুল ধারণা ও সঠিক মাসআলা না জানার কারণে গুনাহগার হবে। সুতরাং কেউ ভুল করে চলে গেলে কক্ষনোই ফিরে আসবেন না।

www.dawateislami.net

প্রশ্ন: কখনও মসজিদে নির্মাণ কাজ চলে, তখন দুটি পিলারের মাঝে দড়ি বাঁধা হয় এবং এই দড়িটিকেই সুতরা হিসেবে ধরা হয়; অথচ দড়ির নিচে কিছুই থাকে না। রাজমিস্ত্রি বা অন্যরা এই দড়িকে সুতরা মনে করে নামাযীর সামনে দিয়ে যাতায়াত করেন। এর হুকুম কী?

উত্তর: দুটি পিলারের মাঝে যে দড়ি বাঁধা হয় তা সুতরার জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ নামাযীকে সুতরা মাটিতে গাড়ার বা মাটির সমান্তরালে খাড়া রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, উঁচুতে আড়াআড়িভাবে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। **(মাজমাউল আনহার, ১/১৮৩)**

দুটি পিলারের মাঝখানের দড়িটি জমিন থেকে উঁচুতে থাকে এবং দড়ি থেকে জমিন পর্যন্ত মাঝখানের অংশটি ফাঁকা থাকে। সুতরাং এই দড়িকে সুতরা হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না এবং এর আড়ালে যাতায়াত করাও জায়েয হবে না।

প্রশ্ন: নিজের হাতকে কি সুতরা হিসেবে ব্যবহার করা যায়? কিছু লোক যাওয়ার সময় হাত নামাযীর সামনে ধরেন এবং মনে করেন সুতরা হয়ে গেছে; এটি কি জায়েয?

উত্তর: না! নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী ব্যক্তি নিজের হাতকে সুতরা হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না; কারণ অতিক্রমকারীর হাত তার শরীরেরই একটি অংশ (Subordinate)। অথচ সুতরা নামাযীর সামনে জমিনে আলাদাভাবে পোঁতার বা সমান্তরালে খাড়া রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমনকি ওলামায়ে কেরাম বলেছেন; যদি কারো কাছে লাঠি থাকে কিন্তু তা পোঁতার ব্যবস্থা না থাকে, তবে সেটিকে সোজা করে নামাযীর সামনে সুতরা হিসেবে রাখা জায়েয শর্ত হলো হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে তা মাটিতে পড়ার আগেই পার হতে হবে। **(বাহারে-শরীয়ত, ১/৬১৭, অংশ: ৩)**

www.dawateislami.net

এখানেও স্পষ্টভাবে লাঠি হাত থেকে 'ছেড়ে দিয়ে' অতিক্রম করতে বলা হয়েছে, হাত দিয়ে ধরে রাখা নয়। সুতরাং অতিক্রমকারী নিজের শরীরের কোনো অংশকে সুতরা বানাতে পারবে না।

প্রশ্ন: কিছু নামাযীকে দেখা যায় তাঁদের সামনে দিয়ে কেউ সুতরা ছাড়া গেলে তাঁরা তাঁকে হাত দিয়ে ধরে থামান। নামাযের অবস্থায় কাউকে হাত দিয়ে ধরা কি সঠিক? এতে কি নামাযে কোনো প্রভাব পড়বে?

উত্তর: এভাবে হাত ধরে থামানো সঠিক নয়, এটি ভুল পদ্ধতি। বরং 'আমলে কাসীর' হলে নামায ভেঙে যাবে। ওলামায়ে কেরাম এর সঠিক পদ্ধতি বলেছেন; তসবীহ (সুবহানাল্লাহ) বলে বাধা দেবে অথবা ইশারায় বাধা দেবে। বিনা প্রয়োজনে উভয়টি করবে না কারণ তা মাকরূহ। (বাহারে-শরীয়ত, ১/৬১৭, অংশ: ৩, সংক্ষেপিত) তবে অতিক্রমকারীকে বাধা দেওয়া মুস্তাহাব।

আবেদন

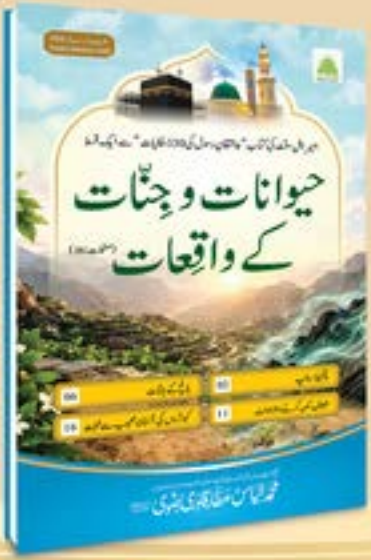
সম্ভব হলে নিজ নিজ মসজিদে এই সংক্ষিপ্ত রিসালা "নামাযীর সামনে দিয়ে যাতায়াতের মাসায়েল" বিতরণ করুন। যদি ইমাম ও খতিব সাহেবরা জুমা, উভয় ঈদ বা বিশেষ রাতগুলোতে এই রিসালা থেকে মাসায়েল পড়ে শোনান, তবে اِنْ شَآءَ الله আমলের জযবা তৈরি হবে। দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইট www.dawateislami.net থেকে এই রিসালাটি বিনামূল্যে ডাউনলোড করে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ছড়িয়ে দিন এবং সাওয়াব অর্জন করুন।

সূচিপত্র

দোয়ায়ে আত্তার: ১
দরুদ শরীফের ফযিলত ১
আমলের অট্টালিকা ধসিয়ে দিয়েছো ১
নামাযীর সামনে দিয়ে যাতায়াত সম্পর্কে ৫টি নববী বাণী: ২
নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী শয়তান ৩
জমিনে ধসে যাওয়া ভালো তবুও... ..... ৫
জামাত শেষ হওয়া মাত্রই যারা দ্রুত পেছনে যেতে চান তারা লক্ষ্য করুন ৬
নামাযীর সামনে দিয়ে যাতায়াত কেন নিষেধ? ৭
মাওলার সাথে বান্দার মোলাকাত হয় নামাযে ৭
লোকেরা নামাযীর সামনে দিয়ে কেন যায়? ৮
নামায আদায়কারীর জন্য সুন্নাত ৯
নামাযীর দিকে মুখ করা কেমন? ১০
শয়তানী কুমন্ত্রণা ১০
নামাযীর সামনে দিয়ে কি একেবারেই যাওয়া যাবে না? ১২
সুতরা সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর ১২
ফারুকে আযমের নিজস্ব আমল ১৪
সুতরা ছাড়া নামাযীর সামনে দিয়ে যাতায়াত ১৫
কোন কোন বস্তু সুতরা হতে পারে আর কোনটি নয়? ১৭
সুতরা রাখার বিবিধ মাসায়েল ২০
সুতরা কোথায় রাখবেন? ২১
মহিলার আওয়াজও পর্দার অন্তর্ভুক্ত ২৬
তাওয়াফ ও সা'য়ীর সময় নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়ার মাসআলা ২৮
সুতরা সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা ২৮
আবেদন ৩১

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net